SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বের পরিচর্যা

শেফালী রায়
সহকারী অধ্যাপিকা
সংস্কৃত বিভাগ
বীরভূম মহাবিদ্যালয়

ORCID -
https://orcid.org/0009-0004-4632-8463
e-mail -
shefaliroy.accollege@gmail.com

Received Date- 01.01.2026
Selection Date – 17.01.2026
Page- 190-198

Keywords

Ayurveda, Animal, veterinary, purana, Salihotra.

Abstract

The Rig Veda contains descriptions of animals such as elephants, horses, cows and others. In addition to human medicine the descriptions of veterinary medicines, animal care and treatment are available in the Atharva Veda. in the drama Abhijnanashakuntalam written by Kalidas the dialogue of Shakuntala and other characters reflects a sense of affection and care toward animals such as horses, elephants and dears. The Puranas including Agni purana, Garuda Purana, Vishnu dharmottarapurana discusses about animal science. This vast corpus of Sanskrit literature described on animal science that is animal care, animal treatment. within these veterinary discussions particular emphasis is placed on the care and management of horses. The sage Salihotra wrote Salihotram which book contains about the care and treatment of horses.

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Main Discussion

ঋগ্বেদের অন্যতম দেবতা মরুদ্দেতাগণের উদ্দেশ্যে ঋষি গোতম মন্ত্রে বলেছেন যে, মরুদ্দেবগণের বেগবান ও লঘুগামী অশ্ব যেন যজ্ঞে বহন করেন।'[১] 'ঋষি কুৎস ঋভুগণের উদ্দেশ্যে স্তুতিকালে বলেছেন যে, এই-দেবতাগণ ইন্দ্রবাহক হরি নামক বলবান অশ্বদ্বয় নির্মাণ করেছিলেন।'[২] অশ্ব মূলতঃ গতিবেগের জন্য বিখ্যাত। মহাভারতে অশ্বের দ্রুতগামীতা মনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে- 'আস্থায় তু রথং শুভ্রং যুক্তমশ্বৈর্মনোজবৈঃ।'[৩] প্রাচীন ভারতবর্ষে শালিহোত্র নামে এক মহান অশ্ববৈদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁর মহতীকর্ম বিধায়ক গ্রন্থটি 'শালিহোত্রম' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। সংস্কৃতভাষায় রচিত 'শালিহোত্রম্' গ্রন্থে শালিহোত্রমুনি অশ্বের লক্ষণ, বিভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা অর্থাৎ অশ্ববিজ্ঞান বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পশুপ্রেমী তথা অশ্বপ্রেমী শালিহোত্রমুনির এই রচনায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে, পরিবহনে ব্যবহার্য এই পশুকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় লালন-পালন ও যত্ন করা প্রয়োজন। অশ্বের রোগ নিরাময়ার্থে ব্যবহার্য ভেষজ উপাদান ও পথ্য নির্মাণ পদ্ধতির যে বর্ণনা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তা মানবদেহ বিষয়ক আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উপলব্ধ আলোচনার সমান গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ। শালিহোত্রসংহিতায় মুনি অশ্বের চিকিৎসাবিষয়ক আলোচনার পূর্বে অশ্বের ভেদ, বর্ণ, শুভাশুভ লক্ষণ, স্নানাদি পরিচর্যা, বিভিন্ন ঋতুতে করণীয় বিধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। অশ্বের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অগ্নিপুরাণে আয়ুর্বেদাচার্য ধন্বন্তরির মুখ দিয়ে পুরাণকার বলেছেন যে-

'অশ্ববাহনসারঞ্চ বক্ষ্যে চাশ্বচিকিৎসনম্।
বাজিনাং সংগ্রহঃ কার্য্যো ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।।'[৪]

অগ্নিপুরাণে গজচিকিৎসা বর্ণনার পর অশ্ব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। অগ্নিপুরাণমতে অশ্বের প্রয়োজনীয়তা মূলতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে, পরিবহনাদি ক্ষেত্রেই উল্লেখ্য। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গমধ্যে ধর্ম-অর্থ- কাম এই ত্রিবিধ বর্গসিদ্ধির নিমিত্ত অশ্বের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিপালন কর্তব্য। অগ্নিপুরাণে মূলতঃ শালিহোত্রের অশ্ব বিষয়ক মতকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং শালিহোত্র আয়ুর্বেদাচার্য সুশ্রুতকে অশ্বচিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেছেন। মহর্ষি বেদব্যাস এখানে শালিহোত্রমুখে সুশ্রুতকে প্রদত্ত অশ্ববিজ্ঞান বিষয়ে বিবরণ বর্ণনা করেছেন- 'শালিহোত্র উবাচ। অশ্বানাং লক্ষণং বক্ষে চিকিৎসাশ্চৈব সুশ্রুত।'[৫] বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে পুষ্করমুনি কর্তৃক রামের উদ্দেশ্যে অশ্বকীর্ত্তন, বৈশিষ্ট্য, শুভাশুভ লক্ষণ, চিকিৎসাপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রাপ্ত হয়। গরুড়পুরাণে অগ্নিপুরাণকে অনুসরণ করে অশ্বরোগনিরাময় পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে অশ্বের লক্ষণাবলী বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাপ্ত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অশ্ব এবং অশ্বাধ্যক্ষ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

শালিহোত্রমুনি প্রাথমিকভাবে চারপ্রকার অশ্বের উল্লেখ করেছেন- উত্তম, মধ্যম, অধম এবং অধমাধম। উত্তমশ্রেণীর অশ্ব সর্বোৎকৃষ্ট, স্বামীর মনোনুকূল কার্য আয়ত্ত করতে সহজেই সমর্থ এবং উত্তমলক্ষণ যুক্ত। এই গুণগুলির হীনতায় যথাক্রমে অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর অশ্ব হয়। গরুড়পুরাণে বর্ণিত অশ্বের চার প্রকার ভেদ হল- উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ও অধম। এই চার প্রকার অশ্বের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

'উত্তমোর্দ্ধচতুষ্করঃ।
মধ্যোঽর্দ্ধর্হস্তহীনোঽশ্বো মুষ্টীহস্তবিহীনকঃ।।
কনীয়াংশ্চার্দ্ধমানঃ স্যাদর্দ্ধসপ্তশ্চ দীর্ঘতঃ।
ষণ্মুষ্টিহীনঃ পঞ্চোন উত্তমাভ্যান্ত দীর্ঘতঃ।।'[৬]

অর্থাৎ উত্তম শ্রেণীর হস্তের বৈশিষ্ট্য হল সার্দ্ধচারি হস্ত উচ্চ বিশিষ্ট, মধ্যম শ্রেণীর হস্তের লক্ষণ হল অর্ধহস্ত পরিমাণ থেকে হীন, কনিষ্ঠ শ্রেণীর হস্তের বৈশিষ্ট হল মধ্যম শ্রেণীর অশ্ব থেকে মুষ্টিহস্ত পরিমাণ হস্ত এবং উক্ত পরিমাণ থেকে উর্দ্ধ পরিমাণ বিশিষ্ট অশ্বকে অধম বৈশিষ্টযুক্ত অশ্ব বলা হয়। শালিহোত্র মতে প্রাচীন ভারতবর্ষে সাতটি বর্ণের অশ্ব লক্ষিত হয়- শ্বেত(বরফ সদৃশ), লোহিত(কুসুম সদৃশ), হলুদ(হলদি), সারঙ্গ(চিত্রবিচিত্র), কপিল(পিশঙ্গ), নীল(দূব) এবং কৃষ্ণ(জাম ফল)। শ্বেত বর্ণের অশ্ব সর্বোত্তম লক্ষণযুক্ত হওয়ায় প্রাচীন রাজাদের কাছে সর্বাঙ্গশ্বেত অশ্ব সর্বাগ্রগণ্য। এই চারপ্রকার অশ্বের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ যথাক্রমে – উত্তমশ্রেণীর অশ্বের দীর্ঘতা সার্দ্ধসপ্ত হস্ত, মধ্যমশ্রেণীর অশ্ব ছয় হস্ত বিশিষ্ট, কনিষ্ঠ শ্রেণীর অশ্ব ছয় হস্ত অপেক্ষা মুষ্টিহীন বিশিষ্ট, অধম শ্রেণীর অশ্ব পৌনে পাঁচ হস্ত বিশিষ্ট।

আগ্নিপুরাণে শালিহোত্রকথিত অশ্বলক্ষণাদি বর্ণনাকে মূল উপজীব্য করে অশ্বের শুভাশুভ লক্ষণানুযায়ী গ্রহণীয় ও বর্জনীয় তুরঙ্গম বিষয়ে আলোচিত হয়েছে-

'অশ্বাদিলক্ষণং বক্ষ্যে শালিহোত্রো যথাবদং।। ইতি'[৭]

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অশ্বের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। অশ্বের বৈশিষ্ট্য অলোচনায় 'শালিহোত্রাদি' গ্রন্থে আলোচিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণেও অশ্বের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনায় অশ্বের বর্ণ বা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুসারে পরিত্যজ্য ও গ্রহণযোগ্য অশ্বের বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণে পুষ্করমুনি ভৃগুশ্রেষ্ঠ রামকে অশ্বের পরিত্যজ্য ও প্রশংসিত গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন।[৮]

প্রাচীনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যবহার্য ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য হল, অশ্বটিকে সর্বাঙ্গশ্বেত হতে হবে এবং শুধুমাত্র একটি কর্ণ কৃষ্ণবর্ণের(শ্যাম কর্ণ) হবে। যে অশ্বের পা শ্বেতবর্ণের, পুচ্ছ, মুখ, বুক, মাথা সমস্ত অঙ্গের লোম কৃষ্ণবর্ণের হয়-এই লক্ষণযুক্ত অশ্বকে অষ্টমঙ্গল বলে। আবার যে ঘোড়ার পা শ্বেতবর্ণের, মুখ মধ্যম তাকে

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

পঞ্চ-কল্যাণ বলা হয়। যে ঘোড়ার স্কন্ধ বলিষ্ঠ, মুখ ও গ্রীবা দীর্ঘ, খুর চক্রাকার, বক্ষস্থল চওড়া, দন্ত পঙক্তি সুদৃঢ়, জিহ্বা-নাসিকা লালবর্ণের সুঠাম আকৃতি বিশিষ্ট এই লক্ষণসমন্বিত অশ্ব শুভ হয়।[৯] অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গে কতগুলো আবর্ত লক্ষ করা যায় যা অঙ্গভেদে এই আবর্তের স্থান অনুসারে শুভ-অশুভ লক্ষণ বহন করে। যে ঘোড়ার নাসিকার অগ্রভাগে একটি, ললাটের অগ্রভাগে একটি, কর্ণে একটি, মস্তকে একটি করে গোলাকার আবর্ত থাকে- এই অশ্ব উত্তমশ্রেণীর হয়। যে অশ্বের মস্তকে পরপর তিনটি আবর্ত অবস্থান করে, একে নিঃশ্রেয় বলা হয়, যা বল ও বৃদ্ধির প্রতীক। যার ললাটে চন্দ্র ও সূর্য নামে পাশাপাশি দুটি আবর্ত থাকে তা রাজ্যবর্দ্ধক হয়। অশ্বের স্কন্ধে একটি পদ্মাকার আবর্ত যা পদ্মসজ্ঞক, নাসিকার মধ্যভাগে একটি অথবা তিনিট আবর্ত যা চক্রবর্তী সংজ্ঞক, কণ্ঠে একটি আবর্ত যা চিন্তামণি, তালুতে দুটি আবর্ত যা শুক্লসংজ্ঞক এগুলি সবই শুভলক্ষণযুক্ত এবং প্রভুর জন্য মঙ্গলময় হয়।[১০]

তুরঙ্গমশালা নির্মাণ: প্রাচীনভারতীয় বিবিধশাস্ত্র পর্যালোচনার দ্বারা আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, প্রাচীনকালে রাজ্যরক্ষার্থে রাজার কাছে অশ্বের বিশেষ এবং গভীর অবদান ছিল। আর এই কারণেই সেই সময়ে রাজারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পশুদের ন্যায় অশ্বেরও বিশেষভাবে পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অশ্বের সুস্বাস্থ্য এবং শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তার পরিচর্যা এই সকল বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে শালিহোত্র সংহিতায়। এখানে শালিহোত্রমুনি প্রথমেই অশ্বের আবাসস্থল প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। অশ্বশালা নির্মাণের জন্য প্রথমত প্রয়োজন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সমস্ত ঋতুতেই নিরাপদে বসবাসের উপযোগ্য তথা আয়তনে বড় কোন ভূমিভাগ। এক-একটি অশ্বের জন্য পৃথক প্রকোষ্ঠ এবং নিয়মিত বাতাস প্রবাহের জন্য জানালা-দরজা অর্থাৎ উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। প্রতিটি কক্ষে কয়লার ঝুড়ি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দিন পনেরো অন্তর অন্তর কয়লা পরিবর্তন করতে হবে।[১১]

অশ্বশালা নির্মাণের আলোচনায় মুনি শালিহোত্র অশ্বের বসবাসের উপযোগ্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কতগুলি স্বাস্থ্য বিধির উল্লেখ করেছেন। অশ্বের ব্যবহৃত কক্ষগুলিতে মল-মূত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কক্ষগুলির দেওয়াল উঁচু এবং উপরে উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জলকে প্রতিরোধ করার জন্য ঢাকনার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার অশ্ব প্রভৃতি মল-মূত্র ত্যাগ করলে এবং তা থেকে দুর্গন্ধজনিত সমস্যা লাঘবের জন্য কক্ষের উপরিভাগের ঢাকনা অপসারণেরব্যবস্থারাখতে হবে। এছাড়াও কক্ষগুলিতে মশা-মাছির উপদ্রব হ্রাসের জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর চুন প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন শালিহোত্র মুনি। মানবশরীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলীর সমান বিধি অশ্বশরীরের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োগ করেছেন। অশ্বশালায় কোন অশ্ব অসুস্থ হয়ে পরলে অন্যান্য সুস্থ অশ্বদের থেকে সেই অসুস্থ অশ্বকে অন্যত্র সরাতে হবে, যাতে অসুস্থ অশ্বের শরীরে অবস্থিত কোন প্রকার জীবাণু কোনপ্রকারেই সুস্থ অশ্বের শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

অশ্বের সুখনিদ্রার্থে এবং কষ্টলাঘবার্থে অশ্বশালার কক্ষগুলিতে সায়ংকালে ভূমিতে ঘাস বিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শালিহোত্র। তবে সূর্যোদয়ের পর ওই ঘাস পরিবর্তন অবশ্যই করণীয় কারণ রাত্রিকালে অশ্বের দ্বারা ওই ঘাসে মল-মূত্রাদি ত্যাগের ফলে তা দূষিত হয়ে পরে। আবার শীতকালে প্রবল শৈত্যপ্রবাহের থেকে অশ্ব-সমূহকে রক্ষা করার জন্য অশ্বশালার কক্ষগুলির জানলা-দরজায় পর্দা লাগানোর কথাও বলেছেন শালিহোত্র। এমনকি অশ্বসমূহকে প্রবল শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য, অশ্বসমূহের শরীরে শীতবস্ত্র পরিধান করানোও যে কর্তব্য তা তিনি উল্লেখ করেছেন।[১২]

আচার্য কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রগ্রন্থে অশ্বাধ্যক্ষ্য কর্তৃক অশ্বশালা নির্মাণের কথা বর্ণনা করেছেন। কৌটিল্যের মতে অশ্বাধ্যক্ষ্য এমন মন্দুরা বা অশ্বশালা নির্মাণ করেন, যা অশ্বের সংখ্যানুসারে আয়ত ও দীর্ঘত হবে। অশ্বশালার বিস্তার হবে অশ্বের শরীরের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। অশ্বশালার চারদিকে চারটি দ্বার বিরাজ করবে যার ফলে অশ্বশালায় প্রবেশ ও নির্গমনে কোন-প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। অশ্বশালার মধ্যস্থল উপাবর্তন অর্থাৎ প্রলুণ্ঠনের জন্য পর্যাপ্ত হবে, মধ্যস্থলে প্রগ্রীব বা Entrance hall থাকবে। অশ্বশালার প্রধান দ্বারের বাইরে উভয় পার্শ্বে দ্বারপালদের জন্য কাষ্ঠফলযুক্তআসন থাকবে। অশ্বশালার চারদিকে বানর, ময়ূর, পৃষত(মৃগবিশেষ), নকুল, চকোর, শুক ও শারিকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকবে। অশ্বশালার মধ্যে পূর্ব ও উত্তরমুখী স্থান সমূহে অশ্বের দৈর্ঘ্যানুসারে চতুষ্কোন আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠফলকের আস্তরণ থাকবে। এই কাষ্ঠফলকগুলিতে অশ্বের ভোজ্যবস্তু রাখার উপযোগী কোষ্ঠ নির্মিত থাকবে। অশ্বশালাগুলিতে অশ্বের মল-মূত্র ত্যাগের সুবিধাও থাকবে। কৌটিল্য এই বিষয়ে আরও বলেছেন যে, রাজভবনের উত্তর-পূর্বদিকেই অশ্বশালা নির্মান করা কর্তব্য, তবে অপর্যাপ্ত অশ্বশালা থাকলে অন্যস্থানেও অশ্বশালা নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে যে সকল অশ্ব প্রসবিনী (বড়বা), বীর্যসেচনকারী এবং কিশোর বয়স্ক (৫ মাসের ঊর্ধ্ব এবং তিনবছরের কম বয়স্ক) অশ্বদের ভিন্ন স্থানে যা একান্ত বা অন্যদের দৃষ্টির অগোচর স্থানে রাখতে হবে।'[১৩]

অশ্বের খাদ্য : অশ্বের কার্যক্ষমতা ও দৈনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য খাদ্য ও পানীয়ের ওপর বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন শালিহোত্র। সাধারণত অশ্বের উত্তম খাদ্য হল শুকনো ঘাস। তবে এই খাদ্য দ্রব্যটি অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার খাওয়ানোর কথা বলেছেন। অজীর্ণাদি উদর রোগ থেকে উপশম লাভের উপায়স্বরূপ স্বল্পপরিমাণ গাজর খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। শুকনো ঘাস ছাড়া অশ্বের জন্য উত্তম আহার হল শস্যদানা বিশেষতঃ ছোলা। অশ্বের আবাসস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় সৈন্ধব লবনপূর্ণ পাত্র রাখা হত যাতে প্রয়োজনবশতঃ অশ্ব গ্রহণ করতে পারে। প্রাচীন এই পদ্ধতিটি বর্তমানকালেও দৃশ্যমান। খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও পানীয় হিসেবে পরিশুদ্ধ জল দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি বর্ষাকালে নদীর জল পানে নিষেধ করেছেন শালিহোত্র। এছাড়া পুষ্করের জল যেখানে ধোবা তার কাছে ব্যবহার করেন, সেই পুষ্করের জল পাণীয় হিসেবে গ্রহণে নিষেধ করেছেন। তবে শালিহোত্র এখানে কুয়োর জল ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [১৪]

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

গরুড়পুরাণেও অশ্বের পুষ্টিবর্দ্ধক খাদ্যবস্তুগুলির আলোচনা উপলব্ধ হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে ধন্বন্তরি মুনি বলেছেন যে, কৃশ অশ্বের পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য ভোজ্য দ্রব্যের সঙ্গে মাংসরস পান করানো কর্তব্য। কৃশ অশ্বের শরীরে পুষ্টিসাধনের জন্য শরৎ ও গ্রীষ্মকালে সকালবেলায় পঞ্চপল পরিমিত গুড়ুচী পেষণপূর্বক ভোজন করানো কর্তব্য। 'অশ্বের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য রোগঘ্ন, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও তেজোবর্দ্ধক ঔষধের সঙ্গে দুগ্ধ মিশ্রিত করে ভোজনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অশ্বের রোগশান্তির জন্য গুড়ুচীকল্ক, শতাবরীকল্ক ও অশ্বগন্ধ্যাকল্ক সেবন করণীয়।'[১৫]

অশ্বের স্নানাদি পরিচর্যা এবং ঋতুভেদে পরিচর্যা :

অশ্বের কায়িক পরিশ্রমের পর শান্ত শরীরে অতিরিক্ত মাত্রায় স্বেদবারি হয় এবং ধুলো-ময়লাও জমে, এই অবস্থায় শালিহোত্র দিনে দুবার সর্বাঙ্গ প্রক্ষালনের পরামর্শ দিয়েছেন। তবে অশান্ত চঞ্চল অশ্বদের সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অবগাহন সময়ে লাগাম দিয়ে বাধার কথাও বলেছেন। স্নানাদি কার্য সমাপনান্তে অশ্বের দেহ বিশুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা মুছে দিতে হবে। প্রতি বছর কার্তিকএবং ফাল্গুন মাসে অশ্বের শরীরের পুরাতন লোম বিচ্যুত হয়, নতুন লোম জন্মায়, শালিহোত্র এই সময়গুলিতে স্নানাদিকার্যে নিষেধ করেছেন। একটি মানুষ যেমন করে তার শরীরের সর্বাঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে শালিহোত্র তেমনি অশ্বের শরীরের নির্মলীকরণ-এর কথা বলেছেন। গ্রীষ্মকালে বহমান নদীর স্বচ্ছ জলে অবগাহনের পরামর্শ দিয়েছেন, তবে নদীর জলে নিত্যস্নানে আবার নিষেধ করেছেন।[১৬] উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনার দ্বারা এখানে শালিহোত্রের অশ্বের প্রতি গভীর যত্ন ও সচেতনতা প্রকাশ পায়।

অগ্নিপুরাণে অশ্বের রোগনিরাময় পদ্ধতি; নিভিন্ন ভেষজ উপাদান ইত্যাদি বর্ণনার সাথে অশ্বের পরিচর্যা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।বিষ্ঠাদূষিত অশ্বের স্নান এবং স্থানানন্তর পান আবশ্যক, তবে তা ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন দফায় করণীয়। আগ্নিপুরাণমতে বর্ষাকালে দূষিত অশ্বকে স্নান এবং পান একবার; নিদানকালে একবার পান, শীত ঋতুতে দুবার পান এবং একবার স্নান কর্তব্য।গ্রীষ্মকালে তিনবার পান এবং অবগাহন দীর্ঘকাল যাবৎ প্রশস্ত।অশ্বসমূহকে সাধারণ খাদ্য হিসেবে চতুব্বাঢ়কী, নিস্তুষ যব ও চর্নক, ধান্য, মুগ্দ বা কলায় প্রদেয়।[১৭]এছাড়া দশ তুলা আর্দ্র ঘাস, শুষ্ক ঘাসের অষ্টতুলা ইত্যাদি ভক্ষণার্থে প্রদান করা যায়। অশ্বের বাসভূমি হবে কোন বিস্তৃত মাঠ বা স্থান এবং এই অশ্ব আবাসস্থল নিত্যদিন ধূপ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন দ্বারা উত্তমরূপে রক্ষা করা কর্তব্য। অশ্বের সুবিধার্থে অশ্বকক্ষে ভক্ষ্যতৃণাদি খাদ্যদ্রব্য যত্নসহকারে রাখতে হবে।অগ্নিপুরাণমতে অশ্বগৃহে ময়ূর, অজ ও কপিগণের বসবাস মঙ্গলদায়ক হয়।[১৮]এই তথ্যটি বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণেও বর্ণিত হয়েছে।

গরুড়পুরাণে অশ্বের সর্বাঙ্গীন রক্ষার্থে বা মঙ্গলকামনার্থে পূজা, হোম পূর্বক ব্রাক্ষণ ভোজনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অশ্বের কল্যানার্থে সরলকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, গুগ্গুলু, সর্ষপ, ঘৃত, তিল, বচ ও হিঙ্গু এই সকলপ্রকার দ্রব্যের মিশ্রণ অশ্বের গলায় বন্ধনের উল্লেখ রয়েছে –

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

'রেবন্ত পূজনাদ্ধোমাদ্ রক্ষ্যাশ্চ দ্বিজভোজনাৎ।।
সরলং নিম্বপত্রাণি গুগ্গুলুঃ সর্ষপা ঘৃতম্।
তিলঞ্চৈব বচা হিঙ্গু বধ্নীয়াদ্বাজিনাং গলে।।'[১৯]

বর্ষাঋতুতে অশ্বের পরিচর্যা :

শালিহোত্র পূর্বে অশ্বের স্নানাদি বিষয়ে আলোচনায় বলেছেন যে, অশ্ব সাধারণতঃ নদীর স্বচ্ছ জলে অবগাহন করলেও বর্ষাকালে কূয়োর জলে অবগাহন করাতে হবে। এখানে তিনি এই কথাটির পুনরুক্তি করেছেন। বর্ষাঋতুতে কূয়োর জলে অবগাহনের পর কটুতৈল মর্দন করণীয় এবং নির্বাত স্থানে অবস্থান করাতে হবে। অশ্বের আবাসস্থানের পাশে লবণ দিতে হবে। বর্ষার জলে অশ্বের মুখে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অশ্ব বলহীন ও তেজহীন হয়ে পরে। এই কারণে বর্ষাকালে অশ্বের বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করা কর্তব্য বলে মনে করেন শালিহোত্র। [২০]

শরদ্ ঋতুতে অশ্বের পরিচর্যা :

শরদ্ ঋতুতে অশ্বকে আহাররূপে ক্ষীরোদন, অথবা রাত্রিকালে কেবল দুধ অথবা কোন মধুর পদার্থ দিতে হবে। সবুজ ঘাস, যব, মুগের দানা অথবা ঘৃতযুক্ত মাসও খাওয়াতে হবে। পাণীয় হিসেবে সরোবরের জল পান করানোর নির্দেশ দিয়েছেন শালিহোত্র। তিনি বলেছেন এই ঋতুতে সঠিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও পরিচর্যাদির ফলে একটি শিশু ঘোড়াও যাত্রী-পরিবহনাদি কার্যে সক্ষম হয়।[২১]

হেমন্ত ঋতুতে অশ্বের পরিচর্যা :

হেমন্ত ঋতুতে অশ্বকে কোন নির্বাতস্থানে বেধে রাখতে হবে। খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ঘাস/মাস বা যব ইত্যাদি দিতে হবে এবং যথেচ্ছ জলপান করাতে হবে। ঘি বা তৈল ও খাদ্যদ্রব্যের সাথে মেশাতে হবে। এইসময় প্রতিদিন যাত্রী-পরিবহনাদি কার্যে অশ্বকে নিযুক্ত রাখতে হবে অর্থাৎ শরীর সচল রাখা কর্তব্য।

শিশিরঋতুতে অশ্বের পরিচর্যা :

শিশিরঋতুতে তৈল জৌ-এর ভূসি খাওয়াতে হবে। জৌ-এর অভাবে এর পরিবর্তে যব, যবের অভাবে ভেজানো চানা, চানার অভাবে তৈলযুক্ত ভেজানো মুসুর দানা অশ্বকে খাওয়াতে হবে। তবে শালিহোত্রমতে অশ্বের খাদ্য হিসেবে জৌ হল শ্রেষ্ঠ খাদ্য উপাদান।[২২]

বিভিন্ন ঋতুতে প্রতিপান প্রদান :

ঋতুভেদে অশ্বের শারীরিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এই কারণেই প্রতিটি ঋতুতে পৃথক পৃথক ভেষজ উপাদানমিশ্রিত পানীয় পান-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে অগ্নিপুরাণে।শরৎকালে মধু, পিপ্পলী, পদ্মসহিত জীবনীয়যোগে এবং শীতকালে বিড়াঙ্গ, পিপ্পলী, ধান্য, শতাহ্বা, লোধ্র, সৈন্ধব চিত্রক- এই উপাদানগুলির

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

মিশ্রিত পানীয় প্রদান করণীয়। বসন্তকালে লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, মুস্তা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও ক্ষোদ্র - এই উপাদানগুলির সংমিশ্রণ যুক্ত পানীয় গ্রহণে অশ্বের কফ সংক্রান্ত অসুস্থতা দূর হয়। বর্ষাকালে অশ্বকে প্রদানযোগ্য প্রতিপান হল- লবণযুক্ত লোধ্রকাষ্ঠ, পিপ্পলী, শুঠী ও তৈল মিশ্রিত সংমিশ্রণ। তবে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎকালে ঘৃতপানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে এই পুরাণে। অশ্বের বস্তিকর্মের সময়ে গ্রীষ্ম ও শরৎঋতুতে ঘৃত, শীত ও বসন্তকালে তৈল, বর্ষা ও শিশিরকালে যমক(যমানী) প্রদান করণীয়। এই সময়কালে অতিসিদ্ধ ভাত বা স্নেহজাতীয় উপাদান পান করানো কর্তব্য শরীরচর্চা, স্নান, আতপ ও বায়ু বর্জ্জনীয়। তবে জ্বররোগগ্রস্থ দূররোগগ্রস্থ রোগী অশ্বকে দুগ্ধপানের উপদেশ পাওয়া যায় এই পুরাণে - 'জ্বরিতানাং তুরঙ্গানাং পয়সৈব ক্রিয়াক্রমঃ ইতি।'[২৩]

প্রসবিণী ঘোটকীর যত্ন :

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রগ্রন্থে বড়বা অর্থাৎ প্রসবিণী ঘোটকীর আহারাদি যত্নের বর্ণনা করেছেন। কোন বড়বা শিশু প্রসব করলে এতদনন্তর পরপর তিনদিন একপ্রস্থ পরিমাণ ঘৃত পান করতে দিতে হবে। এতদনন্তর পরপর দশ রাত একপ্রস্থ পরিমিত সক্তু এবং স্নেহ(তৈলাদি) এবং ক্বাথাদি প্রতিপান ও অন্যান্য ভৈষজ্য পদার্থ পানীয়রূপে দিতে হবে। ঘোটকীর এই সময়ে আহারাদিরূপে পুলাক অর্থাৎ অর্দ্ধসিদ্ধ যবাদি, যবস বা ঘাস ও অন্যান্য শস্য প্রদান করা কর্তব্য।

প্রসবিনী ঘোটকীর সাথে সদ্যজাত অশ্বশিশুরও যত্ন-আত্তি ও আহারাদির বর্ণনা করেছেন কৌটিল্য। প্রসবের দশদিন পর থেকে ছয়মাস বয়স পর্যন্ত অশ্বশিশুকে কিশোর আখ্যা দিয়েছেন কৌটিল্য – 'দশরাত্রাদূর্ধং কিশোরস্য ঘৃতচতুর্ভাগঃ সক্তুকুড়ুবঃ, ক্ষীরপ্রস্থশ্চাহার আষন্মাসাদিতি।'২৪ এই কিশোর অশ্বকে এক কুড়ুব পরিমাণ সক্তুর সাথে ১/৪ কুড়ুব ঘি মিশিয়ে আহার করতে দিতে হবে এবং সঙ্গে এক প্রস্থ দুধও আহাররূপে প্রদাতব্য। ছয়মাস বয়স থেকে তিনবৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন এক প্রস্থ পরিমিত যব এবং প্রয়োজনে প্রতিমাসে অর্ধপ্রস্থ পরিমিত যব ভোজনার্থ প্রদান করা কর্তব্য। চার বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ এক দ্রোণ পরিমিত যব ভোজন করাতে হবে। কৌটিল্যমতে চারবছর বা পাঁচবছর বয়সের পর থেকে একটি অশ্ব ভারবহনাদি কাজের উপযোগী হবে।[২৫]

উপসংহার

প্রাচীনকালে অশ্বের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমাণিত হয় যে মানুষের পাশাপাশি পশুরাও সমাজ তথা প্রকৃতিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রাচীন চিন্তাধারা বর্তমান পোস্ট হিউম্যানিজম ভাবধারায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অশ্বের পরিচর্যা বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অশ্বের গুরুত্ব প্রকাশিত হয় যা তৎকালীন অর্থনীতি ব্যবস্থা তে ও প্রভাব ফেলে। যজ্ঞে অশ্বের প্রয়োজনীয়তা থাকায় অশ্বের পৃথকভাবে পরিচর্যার ব্যবস্থাপনা করা হয় যার ফলে তৎকালীন ধর্মীয় জীবনেও অশ্বের প্রভাব প্রকাশিত হয়।

SAMSAPTAK
OPEN ACCESS
e-ISSN: Applied for (Online)
An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

References

অন্ত্যটিকা

1. ঋগ্বেদ, ১/৮৫/৬
2. তদেব, ১/১১১/২
3.মহাভারত,শান্তিপর্ব৩৭/৩৮
4.অগ্নিপুরাণ ২৮৮/১
5. অগ্নিপুরাণ ২৮৯/১
6. গরুড়পুরাণ ২৭০/৪-৫
7. অগ্নিপুরাণ ২৮৮/৬৪. বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ২/২
9.শালিহোত্রম্, পৃ.৩
10.তদেব পৃ.৪
11.তদেব পৃ.৭-৮
12.তদেব পৃ.৮-৯
13.অর্থশাস্ত্র ২/৪৭/৩০/২
14.শালিহোত্রম্ পৃ.৯-১০
15.গরুড়পুরাণ,২০৭/৩১-৩২
16.শালিহোত্রম্ পৃ.১০-১১
17.অগ্নিপুরাণ ২৮৯/৪৮-৫০
18.তদেব ২৮৯/৫৫
19.গরুড়পুরাণ ২০৭/৭-৮
20.শালিহোত্রম্ পৃ.১৭
21.তদেব পৃ১৮
22.তদেব পৃ ১৯
23.অগ্নিপুরাণ ২৮৯/৩৮-৪৪
24.অর্থশাস্ত্র ২/৪৭/৩০/৩
25.তদেব ২/৪৭/৩০/৫